দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 16 APR 2008

পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতির পরীক্ষা চালু করলে বিপর্যয় ঘটবে

এসএসসি পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ক মতবিনিময়সভায় শিক্ষাবিদদের অভিমত

স্টাফ রিপোর্টার ■ এসএসসি পরীক্ষা সংস্কার বিষয়ক মতবিনিময় সভায় শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ২০১০ সাল থেকে নয় ২০১২ অথবা ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা চালু করতে হবে। মঙ্গলবার রাজধানীর বিয়াম মিলনায়তনে মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ এ দাবি করেন। তাঁরা বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়ে এ পদ্ধতি চালু করলে শিক্ষার্থীদের ফল বিপর্যয় ঘটবে। বক্তারা বলেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বোর্ড ছাড়া পদ্ধতি চালু

(৩ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়া (প্রথম পাতার পর)

করা হলে তা হবে বৈষম্যমূলক। তাঁরা বলেন, বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা পদ্ধতিটি তড়িঘড়ি করে চালু না করে শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও ব্যাপক পচারের মাধ্যমে নয়া পদ্ধতি শুরু করা হলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, শিক্ষা সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলাম, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মহির উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাফর ইকবাল, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, অধ্যাপক মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক আলী আজগর, অধ্যাপক শমসের আলী, পুস্তক প্রকাশক সমিতির সভাপতি মোঃ আবু তাহের, অভিভাবক ফোরাম আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট আবেদ রাজাসহ বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ। সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক কেএম আওরঙ্গজেব। ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, আজকের মতবিনিময় সভার আলোচনার ওপর ভিত্তি করে মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নেবে নতুন চালু হওয়া কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা সম্বন্ধে। তবে এর আগে বিষয়টি-নিয়ে মন্ত্রণালয় নিজেদের মধ্যে আরেকটি সভা করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা বিষয়ে সবাই যাতে জানতে পারে সে জন্য একটি ওয়েবসাইট খোলা হবে।

অধ্যাপক জাফর ইকবাল বলেন, এখন যে সব শিক্ষক আছে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের রাতারাতি পরিবর্তন করা যাবে না। তিনি বলেন, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি একযোগে সকল বোর্ডে চালু করা না হলে, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের তুলনায় ফলাফলের দিক দিয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পিছিয়ে পড়বে। এর ফলে আগামী কয়েক বছর মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে যাবে। এ জন্য তিনি একযোগে সকল বোর্ডে শিক্ষা পদ্ধতিটি চালু করার কথা বলেন। এর জন্য কিছু বিলম্ব হলেও কোন সমস্যা হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া বলেন, নতুন পদ্ধতির লেখাপড়া চালুর আগে শিক্ষকদের ভাষাগত জ্ঞানের দিক দিয়ে উন্নত করে তুলতে হবে। এর জন্য তিনি টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রামের প্রতি সরকারকে জোর দিতে বলেছেন। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ বলেন, কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতিটি ভাল, তা বিলম্ব না করে দ্রুত চালু করা দরকার। তবে এর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রয়োজনে প্রক্রিয়াটি দুই-এক বছর পিছিয়ে গেলেও কোন সমস্যা হবে না। কাঠামোবদ্ধ শব্দ বাদ দিয়ে নতুন একটি শ্রুতিমধুর শব্দ উপস্থাপন করার পরামর্শ দেন তিনি।